রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১৮, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

বিসিক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/১৩ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **৩৬.০০.০০০০.০৬৫.২২.০০৭.২২.৪৬৫**—বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কসমূহে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদানসহ শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১.০. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এ নীতিমালা "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

২.০. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়:—

(ক) "আঞ্চলিক পরিচালক" অর্থ কর্পোরেশনের বিভাগ বা অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(খ) "জেলা প্রধান" অর্থ কর্পোরেশনের জেলা কার্যালয়ের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;

(গ) "শিল্পনগরী কর্মকর্তা" অর্থ কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ে স্থাপিত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;

(ঘ) "শিল্প প্লট" শিল্পনগরী অথবা শিল্পপার্কের লে-আউট প্ল্যানে চিহ্নিত প্লট;

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(ঙ) "শিল্পনগরী' বা 'শিল্পপার্ক" অর্থ "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩" এর ধারা ১৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পপার্ক, শিল্পনগরী, একক খাতভিত্তিক শিল্পপার্ক, হস্ত ও কারুশিল্প পল্লি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান;

(চ) "বিশেষায়িত শিল্পনগরী" বা "বিশেষায়িত শিল্পপার্ক" অর্থ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মনোটাইপ শিল্পনগরী, শিল্পপার্ক, হস্ত ও কারুশিল্প পল্লি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান;

(ছ) শিল্পের শ্রেণী "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩" এর ধারা ০২ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৩.০. আবেদন ফরম ও প্রসপেকটাস

(০১) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন ফরম এবং শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের অবস্থান, শিল্প প্লটের লে-আউট, শিল্প প্লট সংখ্যা, শিল্প প্লটের আকার, একরপ্রতি মূল্য, আবেদন দাখিলের নিয়মাবলী ইত্যাদি তথ্য সংবলিত প্রসপেকটাস প্রকাশ করতে হবে;

(০২) বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদন ফরম ও প্রসপেকটাস বিসিক প্রধান কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক, জেলা ও শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা যাবে;

(০৩) আবেদন ফরম এবং প্রসপেকটাস বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তবে আবেদন জমা দেয়ার সময় আবেদন ফরম ও প্রসপেকটাসের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধপূর্বক পরিশোধের রশিদ আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.০. শিল্প প্লটের মূল্য পরিশোধ

(০১) প্লটের মূল্যের ২০% অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ প্লটের দখল বুঝে নেয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এককালীন অথবা বরাদ্দপত্র জারীর এক বছর পর হতে ০৬ (ছয়) বছরে ১২ (বারো) টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট হবে ১৫% এবং কিস্তির সংখ্যা হবে ০৭ (সাত) বছরে ১৪ (চৌদ্দ) টি;

(০২) কিস্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য সুদসহ হিসেব করে ডাউন পেমেন্ট ও কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। এককালীন মূল্য পরিশোধ করলে কোন সুদ প্রদান করতে হবে না;

(০৩) কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ইজারা গ্রহীতা (Lessee) পরবর্তীতে অবশিষ্ট কিস্তি একত্রে পরিশোধ করতে আগ্রহী হলে যে তারিখে পরিশোধ করবেন সে তারিখ পর্যন্ত সুদসহ অবশিষ্ট কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন;

(০৪) প্লটের ইজারা গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা বিসিকের নিকট প্লট সমর্পণ করলে অথবা প্লট বাতিল করা হলে বিসিক আদায়যোগ্য অর্থ কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ইজারা গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করবে এবং প্লটটি পুনঃবরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(০৫) বিসিক প্লটের কিস্তি নির্ধারণ ও ফেরতযোগ্য অর্থের হিসাব প্রণয়ন করবে।

৫.০. শিল্প প্লট বরাদ্দ

(০১) কোন শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের জমি অধিগ্রহণ সমাপ্তির পর শিল্প প্লট সাময়িক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে ইজারা গ্রহীতা/উদ্যোক্তা সাময়িকভাবে নির্ধারিত প্লটের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করলে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত মোট মূল্যের ১.৫% রিবেট প্রদান করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এ হার হবে ২%;

(০২) চূড়ান্তভাবে মূল্য নির্ধারণের পর ইজারা গ্রহীতার নিকট প্লটের মূল্য পাওনা থাকলে তিনি বকেয়া অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন;

(০৩) ইজারা গ্রহীতা প্লটের মূল্য থেকে বেশি টাকা প্রদান করলে অতিরিক্ত অর্থ সার্ভিস চার্জের সাথে সমন্বয় করতে পারবে অথবা ফেরত নেয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে;

(০৪) সাময়িক বরাদ্দ কার্যক্রম চূড়ান্ত বরাদ্দ কার্যক্রমের অনুরূপ সম্পাদিত হবে। তবে সাময়িক বরাদ্দপ্রাপ্তদের পুনরায় আবেদনের আবশ্যকতা নেই;

(০৫) প্রকল্প সমাপ্তির পর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত প্লটের মূল্য অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহীতা প্লটের মূল্য সমন্বয় করলে বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র জারী করবে;

(০৬) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের সম্পূর্ণ অবকাঠামো সুবিধা সমাপ্তির পর খালি প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাবৃন্দকে অবহিত করার জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে ০২ (দুই) বার বহুল প্রচারিত ন্যূনতম দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি পত্রিকা) বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে। একইসাথে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপনটি প্রচার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্প মালিক সমিতির ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা যাবে। বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমেও প্লট বরাদ্দ দেয়া যাবে;

(০৭) বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদন করতে হবে;

(০৮) আবেদন গ্রহণের তারিখ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই করতে হবে। যাচাইঅন্তে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান বরাদ্দপত্র জারী করবে। বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিসিক চেয়ারম্যান অথবা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান বরাদ্দপত্র জারী করবে;

(০৯) কোন শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট থাকলে খালি প্লটের পার্শ্ববর্তী চালু শিল্প ইউনিটের উদ্যোক্তা যদি শিল্প কারখানা সম্প্রসারণের সুবিধার্থে আবেদন করেন সেক্ষেত্রে আবেদন যৌক্তিক প্রতীয়মান হলে তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে;

(১০) প্লট বরাদ্দের আবেদন নিম্নোক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে নিষ্পত্তি করতে হবে:

ক্রম	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত নম্বর
০১	কারিগরি সক্ষমতা	০৫
০২	শিল্পায়নে অভিজ্ঞতা	০৫
০৩	আর্থিক স্বচ্ছলতা	০৫
০৪	প্রস্তাবিত প্রকল্প/শিল্পের সম্ভাব্যতা	০৫
০৫	স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদার প্রাপ্যতা	০৫
	মোট নম্বর	২৫

(১১) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের বরাদ্দযোগ্য প্লটের তুলনায় আবেদন বেশি হলে এবং একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করবে;

(১২) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন প্লটের আংশিক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না;

(১৩) কোন শিল্পোদ্যোক্তার অনুকূলে একাধিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হলে এবং বরাদ্দকৃত প্লটসমূহের মাঝে রাস্তা, ড্রেন থাকলে উক্ত রাস্তা ও ড্রেনের জায়গা লে-আউট পরিবর্তন করে প্লট গ্রহীতার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে উক্ত শিল্পনগরীর/শিল্পপার্কের সমন্বিত ড্রেন ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে কোন লে-আউট পরিবর্তন করা যাবে না;

(১৪) ব্যক্তি উদ্যোগের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নামে, অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যবস্থাপনা অংশীদারের নামে এবং লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামে বরাদ্দপত্র জারী করতে হবে;

(১৫) প্লট বরাদ্দ প্রদান করা না হলে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পে-অর্ডার/ডিডি ফেরৎ প্রদান করতে হবে;

(১৬) প্লট বরাদ্দের আবেদন প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় কোন আবেদনকারী/উদ্যোক্তা প্লট গ্রহণ না করলে আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা যাবে। অনুরূপভাবে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পর প্লট গ্রহণ না করলে আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা যাবে।

(১৭) প্লট বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান না থাকলে এবং শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট থাকলে—

(ক) রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্লোদ্যোক্তা, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্লোদ্যোক্তা, দেশি/বিদেশি খ্যাতিমান শিল্লোদ্যোক্তা, প্রবাসী শিল্লোদ্যোক্তা, বিশেষ নারী শিল্লোদ্যোক্তা, রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, জাতীয় শিল্পনীতিতে প্রদত্ত অগ্রাধিকার খাত এবং স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদাভিত্তিক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ বিসিক পরিচালনা পর্ষদ বরাবর আবেদন করলে প্লটের মূল্য এককালীন পরিশোধের শর্তে বিসিক পরিচালনা পর্ষদ প্লট বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে;

(খ) আবেদনকারী প্লটের মূল্য এককালীন পরিশোধ করলে বরাদ্দ পত্র জারী করা যাবে।

৬.০. আবেদনপত্র জমাদান ও গ্রহণ পদ্ধতি

৬.১. আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি

আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

(০১) আবেদনকারীর সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি (২ কপি);

(০২) উদ্যোক্তার জাতীয়তার সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধনের কপি;

(০৩) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(০৪) হালনাগাদ রিটার্ন দাখিলের প্রমাণকসহ আয়কর সার্টিফিকেট;

(০৫) বাস্তবায়ন তফসিল ও আর্থিক বিশ্লেষণসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাবনা;

(০৬) নিজস্ব অর্থে প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ৩০০/-টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্ববর্তী ০১ বছরের ব্যাংক লেনদেন প্রতিবেদন;

(০৭) প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প মূল্যের সর্বনিম্ন ৩০% অর্থের লেনদেন প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বের ০১ (এক) বছরের ব্যাংক লেনদেন প্রতিবেদনে থাকলে উদ্যোক্তার স্বচ্ছলতার প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হবে;

(০৮) অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড অংশীদারী দলিল এবং অংশীদারদের সভার নোটারীকৃত রেজুলেশন;

(০৯) লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসের রেজিস্ট্রেশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন, হালনাগাদ ফরম-১২ এবং কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সভার রেজুলেশন;

(১০) যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে জামানত বাবদ আবেদিত প্লটের মূল্যের ২০% অর্থের পে-অর্ডার/ডিডি;

(১১) বিসিক শিল্প নিবন্ধন সনদপত্র;

(১২) উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতার সনদসহ জীবনবৃত্তান্ত;

(১৩) উদ্যোক্তা উল্লিখিত কাগজপত্রাদিসহ ০২ (দুই) সেট আবেদনপত্র জমা দিয়ে জমা গ্রহণকারীর নিকট থেকে জমার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করবেন ।

৬.২. আবেদনপত্র গ্রহণ পদ্ধতি

(০১) আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, তবে উদ্যোক্তাগণ বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয়েও আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(০২) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ তারিখ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একইভাবে আবেদনপত্রসমূহ সংরক্ষণ করবেন;

(০৩) আবেদন গ্রহণকারী আবেদনকারীকে প্রাপ্ত কাগজপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার প্রদান করবে;

(০৪) বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিস অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

৭.০. আবেদনপত্র বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি

৭.১. আবেদনপত্র বাছাই করার জন্য নিম্নরূপ বাছাই কমিটি গঠিত হবে

০১।	সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সভাপতি
০২।	বিসিক প্রধান/আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপব্যবস্থাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক (যুব উন্নয়ন) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য-সচিব

৭.২. বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য নিম্নরূপ বাছাই কমিটি গঠিত হবে

০১।	পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক	সভাপতি
০২।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	মহাব্যবস্থাপক, সম্প্রসারণ বিভাগ, বিসিক	সদস্য-সচিব

৭.৩. বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

(০১) এ নীতিমালার আলোকে আবেদনপত্র বাছাইঅন্তে একটি মূল্যায়ণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপন করবে;

(০২) বাতিলকৃত আবেদনসমূহের ত্রুটি উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.০. জেলা/বিশেষায়িত প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এর কার্যপরিধি

৮.১. বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট বরাদ্দ, বাতিল, পুনঃবরাদ্দ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রতিটি জেলায় নিম্নরূপ ‘জেলা প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি’ গঠিত হবে:

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য
৩।	স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেয়রের প্রতিনিধি/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
৪।	জেলা বিসিক শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৫।	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি	সদস্য
৬।	স্থানীয় নাসিবের সভাপতি	সদস্য
৭।	বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
৮।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সফল নারী শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
৯।	বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য-সচিব

৮.২. উপানুচ্ছেদ ৮.১ এ বর্ণিত কমিটি পার্বত্য ৩ টি জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৮.৩. রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের জেলা প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ গঠিত হবে:

০১।	সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	সভাপতি
০২।	জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
০৪।	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য
০৫।	স্থানীয় পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
০৬।	জেলা বিসিক শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৭।	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
০৮।	স্থানীয় নাসিবের সভাপতি	সদস্য
০৯।	বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
১০।	পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সফল নারী শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১১।	বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য-সচিব

৮.৪. বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ গঠিত হবে:

০১।	চেয়ারম্যান, বিসিক	সভাপতি
০২।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৪।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	সদস্য
০৬।	নাসিবের সভাপতি	সদস্য
০৭।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক	সদস্য
০৮।	বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সংগঠনসমূহের একজন করে প্রতিনিধি	সদস্য
০৯।	এফবিসিসিআই -এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	কেন্দ্রীয় বিসিক শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি	সদস্য
১১।	পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক	সদস্য-সচিব

৮.৫. কমিটির কার্যপরিধি

(০১) জেলা কমিটি পনের হাজার বর্গফুট পর্যন্ত আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে। পনের হাজার বর্গফুটের উর্ধ্বে পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গফুট পর্যন্ত আয়তনের প্লট বরাদ্দের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিক এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গফুটের উর্ধ্বে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(০২) বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের ক্ষেত্রে ৮.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটি দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গফুট আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে এবং দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গফুটের উর্ধ্বে বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(০৩) প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বরাদ্দযোগ্য মোট প্লটের ন্যুনতম ১০% বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। উপযুক্ত নারী উদ্যোক্তা পাওয়া না গেলে জেলা/বিশেষায়িত প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি আগ্রহী অন্য উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে;

(০৪) ইজারা গ্রহীতা বরাদ্দপত্র, লীজডিড এবং প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে ব্যর্থ হলে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করতে পারবে;

(০৫) ন্যূনতম প্রতি ০৪ (চার) মাস অন্তর ০১ (এক) বার প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে।

৯.০. বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান এবং ইজারা গ্রহীতার করণীয়

(০১) শিল্প প্লটের বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান ইজারা গ্রহীতাকে প্লটের দখলসহ পজেশন হস্তান্তর করবে;

(০২) আবেদিত প্লটের জমির তুলনায় বরাদ্দকৃত প্লটের জমির পরিমাণ বেশি হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে পজেশন পত্র গ্রহণের পূর্বে ডাউন পেমেন্টের অর্থ সমন্বয় করতে হবে;

(০৩) আবেদিত প্লটের জমির তুলনায় বরাদ্দকৃত প্লটের জমির পরিমাণ কম হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ডাউন পেমেন্ট বাবদ প্রদানকৃত অতিরিক্ত অর্থ সার্ভিস চার্জের সাথে সমন্বয় করতে পারবে অথবা ফেরৎ নেয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে;

(০৪) বরাদ্দ ও পজেশন প্রদানকৃত জমির পরিমাণের পার্থক্য ৫% এর অধিক হলে বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(০৫) ইজারা গ্রহীতা অনিবার্য কারণে ডাউন পেমেন্টের অর্থ সমন্বয় করতে ব্যর্থ হলে বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তার লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা ডাউন পেমেন্ট সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে প্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;

(০৬) ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রকৌশলী দ্বারা মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান তৈরি করে দাখিল করবেন। প্রস্তাবিত মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মেশিনের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাপ নির্ণয় করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইটিপি'র মেশিন লে-আউট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মেশিনারী লে-আউট প্ল্যানে শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক প্রধানের স্বাক্ষর থাকতে হবে;

(০৭) ইজারা গ্রহীতাগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ শিল্প ইউনিটে নির্দিষ্ট মাপের ইটিপি স্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

(০৮) কোন ইজারা গ্রহীতা স্থাপনার ওপর মোবাইল নেটওয়ার্কের টাওয়ার বা এ জাতীয় স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবেন না বা এ কাজে ভাড়া প্রদান করতে পারবেন না;

(০৯) প্লটের দখল বুঝে নেয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক প্রধানের নিকট দাখিল করতে হবে। কারখানা গোডাউন, অফিস কক্ষ, স্টোর, নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক টয়লেট, ডে কেয়ার সেন্টার, ব্রেস্ট ফিডিং রুম, অভ্যর্থনা কক্ষ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস ভবনের লে-আউটে রাখা যাবে;

(১০) বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের শিল্প কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান বিসিক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(১১) ০৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত শিল্প কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান নিম্নোক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে:

০১।	আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক	সভাপতি
০২।	বিসিক প্রধান/আঞ্চলিক কার্যালয়ের একজন বিএসসি সিভিল প্রকৌশলী	সদস্য
০৩।	গণপূর্ত বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক	সদস্য-সচিব

(১২) ০৭ (সাত) তলা হতে তদূর্ধ্ব শিল্প কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক বিধি মোতাবেক সুপারিশকৃত এবং বিসিক চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

০১।	প্রধান প্রকৌশলী, পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক	সভাপতি
০২।	উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক	সদস্য
০৩।	পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক, ঢাকা কর্তৃক মনোনীত একজন বিএসসি সিভিল প্রকৌশলী	সদস্য
০৪।	গণপূর্ত বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৬।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
০৭।	নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক	সদস্য-সচিব

(১৩) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে একই ইজারা গ্রহীতার পাশাপাশি একাধিক প্লট থাকলে ইজারা গ্রহীতা পৃথক বা সমন্বিত লে আউট প্ল্যান দাখিল করতে পারবেন;

(১৪) উভয় কমিটি লে-আউট প্ল্যান দাখিলের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অনুমোদন/সুপারিশ নিশ্চিত করবে;

(১৫) ভবন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধানকে লিখিতভাবে অবহিত করে শিল্প ইউনিটের ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে। ০৬ (ছয়) তলা ভবন পর্যন্ত সর্বাধিক ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে এবং পরবর্তী প্রতি তলার নির্মাণ কাজ ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(১৬) নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী ছয় ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মেশিনারী স্থাপন করতে হবে;

(১৭) মেশিনারী স্থাপন করে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করতে হবে;

(১৮) পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর পরবর্তী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে হবে।

১০.০. শিল্প প্লট বরাদ্দ বাতিল

১০.১. প্লট বরাদ্দ বাতিলের কারণসমূহ

নিম্নোক্ত কারণে ইজারা গ্রহীতার শিল্প প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা যাবে:

(০১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাউন পেমেন্টের টাকা পরিশোধ/সমন্বয় করতে ব্যর্থ হলে;

(০২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্লটের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে;

(০৩) নিয়মিত সার্ভিস চার্জ, পানির বিল, ভূমি উন্নয়ন করসহ বিবিধ পাওনা পরিশোধ না করলে;

(০৪) এ নীতিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিল্পকারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে মেশিনারী স্থাপন/পরীক্ষামূলক উৎপাদন/বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু না করলে;

(০৫) অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী শিল্প কারখানা স্থাপন না করলে;

(০৬) ০৫ (পাঁচ) বছর বা ততোধিক সময় শিল্প কারখানা বন্ধ থাকলে;

(০৭) শিল্প প্লট আবাসিক কাজে ব্যবহার করা হলে;

(০৮) পূর্বানুমোদন ব্যতীত শিল্প কারখানার ফ্লোর স্পেস ভাড়া প্রদান করলে;

(০৯) সংশ্লিষ্ট প্লটের স্থাপনায় মোবাইল নেটওয়ার্কের টাওয়ার বা এ জাতীয় স্থাপনা নির্মাণ করলে বা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করলে;

(১০) পূর্বানুমোদন ব্যতীত শিল্প প্লট হস্তান্তর করলে;

(১১) বরাদ্দপত্র ও লীজডিডের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে;

(১২) সরকারের বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী শিল্প কারখানা পরিচালনা করলে; এবং

(১৩) এ ছাড়াও এ নীতিমালায় বর্ণিত অন্য কোন শর্ত পালন না করলে।

১০.২. প্লট বরাদ্দ বাতিলের প্রক্রিয়া

(০১) নীতিমালার ১০.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন কারণে প্লট বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হলে কারণসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে কেন প্লট বরাদ্দ বাতিল করা হবে না সে বিষয়ে ১৫ (পনেরো) দিনের সময় নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা বরাবর লিখিতভাবে জবাব দাখিলের জন্য ১ম নোটিশ জারি করতে হবে;

(০২) উপানুচ্ছেদ ০১ এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে অথবা জবাব সন্তোষজনক না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক ২য় নোটিশ প্রদান করতে হবে। এতেও সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে কারণ উল্লেখপূর্বক ৩য় বা চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(০৩) ১ম, ২য় ও ৩য় নোটিশ প্রদানের কার্যক্রম ৯০ দিনের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে;

(০৪) চাহিত জবাব পাওয়া না গেলে বা জবাব সন্তোষজনক না হলে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করে প্লটের বরাদ্দ বাতিল বা শর্ত সাপেক্ষে সময় প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(০৫) শর্ত সাপেক্ষে সময় প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালার ৯.০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার বেশি সময় প্রদান করা যাবে না;

(০৬) প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্লট বরাদ্দ বাতিল/শর্ত সাপেক্ষে সময় প্রদান করা হলে কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারা গ্রহীতাকে লিখিতভাবে রেজিষ্টার্ড ডাকে সিদ্ধান্ত অবহিত করতে হবে;

১০.৩. শিল্প প্লট বাতিলের নোটিশ জারীর পদ্ধতি

শিল্প প্লট বাতিলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে শিল্প প্লটের দৃশ্যমান স্থানে ০২ (দুই) জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে লটকিয়ে জারি করতে হবে। এক্ষেত্রে, উপযুক্ত দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা জারীর কপিতে লিখতে হবে।

১০.৪. বাতিলকৃত শিল্প প্লটের দখল গ্রহণের পদ্ধতি

চূড়ান্তভাবে শিল্প প্লট বাতিলের পর সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

(০১) বাতিলকৃত শিল্প প্লটে স্থাপনা থাকলে বাতিল আদেশ জারির ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে স্থাপনা সরিয়ে নিতে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(০২) ইজারা গ্রহীতা উক্ত স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হলে স্থাপনার মূল্য নির্ধারণের পর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উক্ত স্থাপনা নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(০৩) বাতিলকৃত শিল্প প্লটে বিদ্যমান স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ ও নিলাম কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

০১।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট জেলার বন বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য-সচিব

(০৪) পার্বত্য জেলার বাতিলকৃত শিল্প প্লটে বিদ্যমান স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ ও নিলাম কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

০১।	জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	সংশ্লিষ্ট জেলার বন বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য-সচিব

(০৫) নিলামের দর নির্ধারিত মূল্যের সমান বা বেশী হলে বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নিলাম খরচ ও বিসিকের প্লটের মূল্য, সার্ভিস চার্জ, ভূমি উন্নয়ন কর, পানির বিল ইত্যাদি বুঝে নিয়ে উদ্বৃত্ত থাকলে উদ্যোক্তাকে রশিদের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করতে হবে;

(০৬) নিলাম ডাকার পরে কাঙ্খিত দর পাওয়া না গেলে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত দরে স্থাপনা বিক্রয় করা যাবে;

(০৭) নিলাম খরচ ও বিসিকের অন্যান্য পাওনা যেমন প্লটের মূল্য, সার্ভিস চার্জ, ভূমি উন্নয়ন কর, পানির বিল ইত্যাদির জন্য প্রাপ্ত অর্থ যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে ইজারা গ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে পিডিআর অ্যাক্ট-১৯১৩ মোতাবেক আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে;

(০৮) ভূমি পুনরুদ্ধার অধ্যাদেশ ১৯৭০ অনুসরণপূর্বক শিল্প প্লট বা শিল্প প্লটের কোন অংশ, ফ্লোরস্পেসের অবৈধ দখলকারীকে উচ্ছেদ করা যাবে;

(০৯) অবৈধ দখলকারী নিলাম বা উচ্ছেদ কাজে বাধা প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উপযুক্ত আদালতে মামলা করা যাবে।

১১.০. আপিল ও রিভিশন পদ্ধতি

১১.১. আপিল

(০১) জেলা প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সিদ্ধান্তে ইজারা গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিসিক চেয়ারম্যানের নিকট আপিল করতে পারবেন;

(০২) বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সিদ্ধান্তে ইজারা গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিসিক বোর্ড বরাবর আপিল করতে পারবেন;

(০৩) প্লট বাতিলের ক্ষেত্রে আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর ইজারা গ্রহীতার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে বিসিক বোর্ড/চেয়ারম্যান, বিসিক বারো (১২) মাস পর্যন্ত বাতিল আদেশ স্থগিত করে শিল্প স্থাপনের সুযোগ দিতে পারবেন;

(০৪) আপিল সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারা গ্রহীতাকে রেজিস্টার্ড ডাক/বিশেষ বাহক মারফৎ জানাতে হবে। আপিল সিদ্ধান্তে প্লট বরাদ্দ বাতিল আদেশ বহাল থাকলে ইজারা গ্রহীতার স্থাপনা বা স্থাপনা না থাকলে শিল্প প্লটের দৃশ্যমান স্থানে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বাতিল আদেশ বহাল থাকার নোটিশ টাঙাতে হবে। এক্ষেত্রে, উপযুক্ত দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর, নাম, ঠিকানা রিটার্ন কপিতে লিখতে হবে।

(০৫) শর্ত সাপেক্ষে প্লট বরাদ্দ বাতিল আদেশ স্থগিত করা হলে ইজারা গ্রহীতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শর্ত পূরণ করে বাতিল আদেশ প্রত্যাহারের জন্য বিসিক চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবে;

(০৬) আপিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে প্লটের বাতিল আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহাল থাকবে;

(০৭) একই বিষয়ে আপিল আবেদন একবারই করা যাবে।

১১.২. রিভিশন

(০১) আপিল সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে ইজারা গ্রহীতা আপীলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচেনার জন্য পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর রিভিশন আবেদন করতে পারবেন;

(০২) রিভিশন আবেদন পাওয়ার পর শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ১৮ (আঠারো) মাস পর্যন্ত বাতিল আদেশ স্থগিত রেখে ইজারা গ্রহীতাকে শিল্প স্থাপনের সুযোগ দিতে পারবে;

(০৩) রিভিশন সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারা গ্রহীতাকে রেজিস্টার্ড ডাক/বিশেষ বাহক মারফৎ জানাতে হবে। প্লটের বাতিল আদেশ বহাল থাকলে ইজারা গ্রহীতার শিল্প প্লটের দৃশ্যমান স্থানে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বাতিল আদেশ বহাল থাকার নোটিশ টাঙাতে হবে;

(০৪) শর্ত সাপেক্ষে প্লট বরাদ্দ বাতিল আদেশ স্থগিত করা হলে ইজারা গ্রহীতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শর্ত পুরণ করে বাতিল আদেশ প্রত্যাহারের জন্য সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে;

(০৫) রিভিশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে প্লটের বাতিল আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহাল থাকবে;

(০৬) একই বিষয়ে রিভিশন আবেদন একবারই করা যাবে।

১২.০. প্লটের মালিকানা

(০১) ইজারাকৃত শিল্প প্লটের মালিকানা বিসিকের ওপর অর্পিত থাকবে। সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিসিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করবে;

(০২) লীজডিড সম্পাদন ব্যতীত কোন ইজারা গ্রহীতা শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব দাবি করতে পারবে না। বিসিকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ হওয়ার পর বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান ও ইজারা গ্রহীতার মধ্যে লীজডিড সম্পাদিত হবে;

(০৩) লীজডিড সাবরেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করতে হবে। একই প্লটের জন্য একাধিক লীজডিড সম্পাদন করা যাবে না। তবে পুনঃবরাদ্দের ক্ষেত্রে লীজডিড সম্পাদন করতে হবে;

(০৪) বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট ৯৯ (নিরানব্বই) বছরের জন্য ইজারা (Lease) প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। এ মেয়াদ বরাদ্দ প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে;

(০৫) শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব গ্রহণকারীর মৃত্যু হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশান সনদ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সনদ, একাধিক ওয়ারিশের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড অংশীদারি দলিল, অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র এবং শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ইজারাস্বত্বের ওয়ারিশের নাম স্থলাভিষিক্ত করতে পারবে।

১৩.০. প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর

(০১) বিসিকের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হস্তান্তর ফি পরিশোধ সাপেক্ষে শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে;

(০২) শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব গ্রহণকারীর মৃত্যু হলে বিসিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তার ওয়ারিশগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্লটের ইজারা গ্রহীতা হবেন। এক্ষেত্রে কোন ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর ফি প্রযোজ্য হবে না। তবে ইজারাস্বত্ব গ্রহণকারীর কোন ওয়ারিশ না থাকলে শিল্প প্লট/শিল্প ইউনিট বিসিকের অনুকূলে প্রত্যর্পিত হবে;

(০৩) লীজডিড সম্পাদন ও শিল্প কারখানা স্থাপন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন শিল্প ইউনিট বা শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হবে না। এছাড়াও বরাদ্দ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্লট প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর হস্তান্তরযোগ্য হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ইজারা গ্রহীতার মৃত্যু হলে ওয়ারিশানদের অনুকূলে হস্তান্তর করা যাবে;

(০৪) ইজারা গ্রহীতা তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী/স্ত্রী, ছেলে, মেয়ের নিকট প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর করলে নির্ধারিত ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর ফি'র অর্ধেক বিসিককে প্রদান করতে হবে;

(০৫) বিসিকের অনুমোদন ব্যতীত ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না;

(০৬) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ইজারাস্বত্ব পরিবর্তন হয়েছে মর্মে গণ্য হবে:

(ক) **শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তন হলে**

(০১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হলে;

(০২) অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হলে;

(০৩) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হলে;

(০৪) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হলে।

(খ) অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শতভাগ শেয়ার হোল্ডিং/পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন হলে; এবং

(গ) ব্যক্তিমালিকানাধীন/অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে ব্যক্তি মালীকানাধীন/অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব সরাসরি হস্তান্তর হলে;

(০৭) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিবর্তন হলে নতুন অংশীদার বা নতুন শেয়ারহোল্ডার যতটুকু জমির ইজারাস্বত্ব লাভ করবেন তার ওপর নির্ধারিত হারে হস্তান্তর ফি প্রযোজ্য হবে;

(০৮) প্লটের ইজারাস্বত্ব সরাসরি হস্তান্তর হলে ইজারাস্বত্ব হস্তান্তরকারী হস্তান্তর ফি পরিশোধ করবে। ইজারাস্বত্ব হস্তান্তরকারী না থাকলে সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইজারার মালিক হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য সকল বকেয়া পরিশোধ করবে।

১৪.০. শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহের নাম, খাত, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও ফ্লোর স্পেস ভাড়া

(০১) শিল্প ইউনিটসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো/প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর প্রস্তাব অনুমোদন বিসিক প্রধান কার্যালয় এবং কারখানার ফ্লোর স্পেস ভাড়া সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে;

(০২) শিল্প ইউনিটসমূহের নাম ও খাত পরিবর্তনের বিষয়টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। একই প্লটে একই খাতের বিভিন্ন উপখাতে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা যাবে;

(০৩) লীজডিড সম্পাদনের পূর্বে শিল্প ইউনিটের নাম, খাত, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন আবশ্যক হলে ইজারা গ্রহীতা বিসিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবর্তন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন ফি আবশ্যক হবে না;

(০৪) বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে কারখানা স্থাপনের জন্য শিল্প খাতের তালিকা বিসিক প্রণয়ন করবে।

১৫.০. ফ্লোর স্পেস ভাড়া প্রদান

১৫.১. ইজারা গ্রহীতা বিসিকের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে কারখানার ফ্লোর স্পেস ভাড়া প্রদান করতে পারবে:

(০১) শিল্প কারখানা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া যাবে না;

(০২) ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে উৎপাদনে থাকতে হবে;

(০৩) নির্মিত ভবনের (বিল্ড-আপ এরিয়া) ৫০% পর্যন্ত ফ্লোরস্পেস ভাড়া দেয়া যাবে;

(০৪) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতা-বিসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিসিকের আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ভেটেড করিয়ে নিতে হবে;

(০৫) বিসিক চুক্তিকালীন প্রতি ১২ মাসের জন্য নির্ধারিত হারে ০১ মাসের ভাড়া প্রাপ্য হবে। ভাড়া প্রদানকারী কর্তৃক বিসিককে উক্ত অর্থ এককালীন অগ্রীম প্রদান করার পর চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে;

(০৬) ভাড়ার চুক্তি ৩ (তিন) বছরের বেশি হবে না। তবে ৩ (তিন) বছর পর চুক্তি নবায়ন করা যাবে;

(০৭) ভাড়া প্রদানকারী শিল্প ইউনিট ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ০১ (এক) মাস পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক প্রধানকে অবহিত করবে;

(০৮) ভাড়া গ্রহীতা পুনরায় অন্যকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিতে পারবে না;

(০৯) প্রতি বর্গফুট ফ্লোর স্পেসের ভাড়ার হার গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুসারে আদায়যোগ্য হবে।

১৫.২. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য নির্মিত স্থাপনার ভাড়া ও ফ্লোরস্পেস নির্ধারণ

(০১) প্লট ক্রয়ের আর্থিক সক্ষমতা নেই এমন আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক এক বা একাধিক প্লটে শেড নির্মাণ করে ফ্লোরস্পেস ভাড়া/বিক্রি করতে পারবে। এক্ষেত্রে নির্মাণ খরচ সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্রকল্পের অর্থ হতে নির্বাহ করতে হবে;

(০২) সমাপ্ত কোন শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে বিসিক নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য খালি/শূন্য প্লটে শেড নির্মাণপূর্বক ফ্লোরস্পেস ভাড়া/বিক্রি করতে পারবে;

(০৩) বিক্রি/ভাড়ার হার বিসিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

(০৪) প্রতিটি ফ্লোরস্পেসের পরিমাণ শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের লে-আউট প্ল্যানে বর্ণিত থাকবে।

১৬.০. শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লটের মূল্য এবং অন্যান্য চার্জ ও ফি নির্ধারণ

১৬.১. প্লটের মূল্য নির্ধারণ

(০১) বাস্তবায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের একর প্রতি প্লটের মূল্য প্রকল্প ব্যয় ও বরাদ্দযোগ্য জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে;

(০২) বাস্তবায়নাধীন শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট সাময়িক বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্লটের মূল্য সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় ও বরাদ্দযোগ্য জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে;

(০৩) বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লটের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা যাবে।

১৬.২.আবেদন ফরম, প্রসপেকটাস, লীজডিড এবং অন্যান্য চার্জ ও ফি

(০১) সার্ভিস চার্জ, পানির লাইন সংযোগ ফি, পানির বিল, ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর ফি, কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ফি ইত্যাদির হার এবং আবেদন ফরম, প্রসপেকটাস, লীজডিড ফরমের মূল্য বিসিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

(০২) বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের বাইরের কোন শিল্প মালিক বিসিকের অনুমোদনক্রমে শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের রাস্তা, ড্রেন, পানি ইত্যাদি ব্যবহার করলে তার থেকে বিদ্যমান হারের দ্বিগুণ সার্ভিস চার্জ ও ফি আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের শিল্প মালিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের বাইরে নিজস্ব জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানার জন্য শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের রাস্তা, ড্রেন, পানি ইত্যাদি ব্যবহার করলে বিদ্যমান হারের দ্বিগুণ সার্ভিস চার্জ ও ফি আদায় করতে হবে;

(০৩) অনুমোদনের তারিখ হতে পানির লাইন সংযোগ ফি, পানির বিল, ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর ফি ইত্যাদি আদায় করতে হবে;

(০৪) জমির কিস্তি, সার্ভিস চার্জ, পানির বিল ইত্যাদি বাবদ আদায়যোগ্য খেলাপী অর্থের ওপর বিসিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সরল সুদ প্রযোজ্য হবে।

১৭.০. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও হেবা দলিলের মাধ্যমে ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর

(০১) ইজারা গ্রহীতা শিল্প প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর, প্লটে স্থাপিত শিল্প কারখানা পরিচালনা, লীজডিড সম্পাদন, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে মনোনীত ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ণহারে হস্তান্তর ফি প্রযোজ্য হবে;

(০২) ইজারা গ্রহীতা বিসিকের অনুমোদনক্রমে হেবা দলিলের মাধ্যমে নির্ধারিত হস্তান্তর ফি পরিশোধ সাপেক্ষে প্লটের ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবে।

১৮.০. শিল্প প্লট বন্ধক ও ঋণ গ্রহণ

(০১) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় প্রধান শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহণের অনাপত্তিপত্র প্রদান করবে;

(০২) শিল্প প্লটের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ এবং লীজডিড সম্পাদন ব্যতীত কোন ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে অনাপত্তিপত্র প্রদান করা যাবে না;

(০৩) শুধু শিল্প ইউনিটের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে প্লট জামানত হিসেবে বন্ধক রাখা যাবে;

(০৪) প্লটের জমি এবং উক্ত প্লটে নির্মিত কারখানা ভবন ও কারখানায় স্থাপনকৃত মেশিনারীজের মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে অনাপত্তিপত্রে উল্লেখ করতে হবে;

(০৫) বিসিকের শিল্প প্লট ইজারা গ্রহীতার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে একত্রে ইক্যুইটেবল মর্টগেজ দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে পৃথক মর্টগেজ ডিড করতে হবে;

(০৬) ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায়ের প্রয়োজনে শিল্প ইউনিট নিলাম বা বিক্রির পূর্বে বিসিকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বিসিকের সমুদয় পাওনা ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিসিককে পরিশোধ করতে হবে;

(০৭) কোন শিল্প ইউনিট কর্তৃক গৃহীত ঋণের পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে হলে বিসিককে পক্ষভুক্ত করতে হবে;

(০৮) ব্যাংক/অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের পাওনা অর্থের বিপরীতে উক্ত প্লট অন্যকোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

(০৯) প্লট বন্ধক রেখে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করেছে তা বিসিককে জানাতে হবে;

(১০) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিলামের মাধ্যমে শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিসিকে হস্তান্তর ফি জমা প্রদান করে ইজারাস্বত্ব নিয়মিতকরণ করতে পারবে;

১৯.০. পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন

পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি/সিইটিপি, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, মেডিকেল সেন্টার, ধর্মীয় উপাসনালয়, ব্যাংক, ক্যান্টিন, গ্রীণ জোন, রেস্ট হাউজ, ডে-কেয়ার সেন্টার, সার্ভিস সেন্টার, শ্রমিক কর্মচারিদের বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ/খোলা স্থান ইত্যাদির জন্য জায়গা সংরক্ষণ করা যাবে।

২০.০. শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট লে-আউট প্ল্যান

(০১) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের লে-আউট প্ল্যানে খাতভিত্তিক জোনিং রাখতে হবে;

(০২) বিসিক বোর্ড পুরাতন অথবা নতুন বাস্তবায়িত শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের প্লট লে-আউট প্ল্যান পরিবর্তনের অনুমোদন প্রদান করতে পারবে; তবে মূল ডিপিপি অনুযায়ী সংরক্ষিত জায়গা যেমন- প্রশাসনিক জোন, গ্রীণ জোন, পুকুর/লেক, পাম্প হাউজের জায়গা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত জায়গা ইত্যাদি প্লটে রূপান্তর ও ইজারা প্রদান করা যাবে না।

২১.০. বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের জলাভূমি ও ফলের বাগান ইজারা, গাছ, মালামাল, যানবাহন নিলাম এবং অবকাঠামো কনডেমনেশন ইত্যাদি

২১.১. জলাভূমি ও ফলের বাগান ইজারা

(০১) চৈত্র মাসের মধ্যে জলাভূমি ও ফলের বাগানের ইজারা কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এ কার্যক্রমসহ বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের গাছ, মালামাল ও যানবাহন নিলাম কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

০১।	সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য সচিব

(০২) কমিটি সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য বিসিক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

(০৩) ইজারার মেয়াদ হবে তিন (০৩) বছর এবং এ মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন (০৩) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিসিক স্থানীয় কার্যালয় যথাযথভাবে বিসিক প্রধান কার্যালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

২১.২. গাছ, মালামাল ও যানবাহন নিলাম

(০১) শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের গাছ, মালামাল ও যানবাহন নিলামে বিক্রয়ের পূর্বে মূল্য নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

০১।	সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সভাপতি
০২।	বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য
০৩।	বন বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
০৪।	সরকারি মোটরযান পরিদর্শক (যানবাহনের ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৫।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য সচিব

(০২) নিলামযোগ্য গাছ, মালামাল ও যানবাহন নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে মূল্য নির্ধারণ করে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(০৩) বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর নিলাম কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

(০৪) নিলাম ডাক সম্পন্ন হওয়ার পর নিলাম দর অনুমোদনের জন্য বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২১.৩. বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের অবকাঠামো কনডেমনেশন

(০১) বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের অবকাঠামো কনডেমনেশন ও নিলাম কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপ একটি কনডেমনেশন কমিটি গঠিত হবে:

০১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত	সদস্য
০৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
০৫।	আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক -এর প্রতিনিধি	সদস্য
০৬।	সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক কার্যালয় প্রধান	সদস্য
০৭।	সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান	সদস্য সচিব

(০২) বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের অবকাঠামো কনডেমনেশনের প্রস্তাব কমিটিতে উত্থাপনের পূর্বে বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(০৩) কনডেমনেশন কমিটি প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত অবকাঠামো পরিদর্শন ও যাচাইপূর্বক কমিটির সভা আহ্বান করে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন;

(০৪) গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট থেকে পরিত্যক্ত অবকাঠামোর প্রাথমিক বিক্রয় মূল্যসহ প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে;

(০৫) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিটি সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করবে;

(০৬) নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পর নিলাম দর অনুমোদনের জন্য বিসিক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২২.০. নীতিমালার বাস্তবায়ন

(০১) এ নীতিমালা জারীর পর গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ইতঃপূর্বে জারীকৃত ‘বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা-২০১০’, চামড়া শিল্পনগরীর ‘ভূমি বরাদ্দের নীতিমালা’, ‘এপিআই শিল্পপার্ক-এর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা’, ‘বিসিক জামদানি শিল্পনগরী, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১৬’, ‘বিসিক শিল্পনগরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এ প্লট বরাদ্দের নীতিমালা’ সহ প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা এবং প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল সমঝোতা স্মারক বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও

(ক) নীতিমালাসমূহের অধীন প্রণীত বা জারীকৃত এবং এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ বিধি, আদেশ, নির্দেশসমূহ এ নীতিমালার অধীন প্রণীত হয়েছে বলে গণ্য হবে;

(খ) নীতিমালাসমূহের অধীন কোন কাজ বা গৃহীত ব্যবস্থা এ নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে; এবং

(গ) নীতিমালাসমূহের অধীন গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে, উক্ত নীতিমালার বিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(০২) এ নীতিমালার কোন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে বা কোন ব্যাখ্যা আবশ্যক হলে, উক্ত সমস্যা দূরীকরণ বা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে এ নীতিমালার সংশ্লিষ্ট নীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিসিক বোর্ডের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৩.০. নীতিমালা লঙ্ঘন

কোন ইজারা গ্রহীতা নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হলে বিসিক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে দখল গ্রহণপূর্বক পুনরায় বরাদ্দের অধিকার সংরক্ষণ করে। এছাড়াও ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের কারণে উপযুক্ত আদালতে বিসিক মামলা দায়ের করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসরাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd